WORLD'S LARGEST LESSON

unicef | WORLD CHILDREN'S DAY

মোট সময়

৬০ মিনিটের মতো

বয়সের ব্যাপ্তি

৮–১৪ বছর

© UNICEF

শৈশবের ভবিষ্য লিখন: প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রতিটি অধিকার

শিক্ষণীয় বিষয়

- জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) বুঝতে শুরু করা
- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও এই সনদের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝা
- শৈশবের এমন ভবিষ্যতের কথা ভাবা যেখানে শিশুর প্রতিটি অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো হয়
- তাদের অধিকারের কথা জোর গলায় বলা এবং বিশ্ব শিশু দিবসে সক্রিয় হওয়া

রিসোর্স

- শিক্ষার্থীদের বিলিপত্রের (হ্যান্ডআউট) অনুলিপি – দলগত বা একক কর্মকাণ্ড হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কিনা তার ভিত্তিতে শিক্ষকদের জন্য টীকা

  শিশু অধিকার ও বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যকার সংযোগের উপর কেন্দ্রীভূত আরো শেখার রিসোর্স পেতে এখানে ক্লিক করুন: প্রতিটি দিনকে কীভাবে বিশ্ব শিশু দিবস করে তোলা যায় তার পাঠ পরিকল্পনা
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/make-every-school-safe-to-learn/

শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহের সাথে পরিচিত করানোর একটি পাঠ পরিকল্পনা http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/
এবং ভিডিও https://vimeo.com/138068656 প্রদত্ত লিংকে পাবেন।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

এক নজরে পাঠ পরিকল্পনা

ধাপ ১: শৈশবের দৃশ্যপট স্থাপন
শিক্ষার্থীরা শৈশব বলতে কী বুঝে তা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং শৈশবের নানাবিধ ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা।

ধাপ ২: শিশু অধিকার সনদের পরিচিতি তুলে ধরা
শিক্ষার্থীদেরকে ৫টি শিশু অধিকারের সাথে পরিচিত করানো।

ধাপ ৩: শৈশবের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ বোঝা
কোনো মিথস্ক্রিয়ামূলক কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শৈশবকালে নানা অগ্রগতি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ বোঝতে সহায়তা করে।

ধাপ ৪: শৈশবের ভবিষ্যত বর্ণনা করা
শিক্ষার্থীদেরকে সব শিশুর জন্য তারা যেমন ভবিষ্যত দেখতে চায় তা ভাবতে এবং কোনো সৃজনশীল উপায়ে সেটা ব্যক্ত করতে বলা।

ধাপ ৫: পদক্ষেপ নিন এবং আপনার অধিকারসমূহ উপভোগ করুন!
বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপন এবং বিদ্যালয়ে #KidsTakeover এর মাধ্যমে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু ধারণা

এই পাঠ পরিকল্পনা কীভাবে ব্যবহার করবেন

আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এই পাঠ পরিকল্পনাটির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে শৈশবের ভবিষ্যত নিয়ে তাদের নিজস্ব কল্পনা তৈরি করতে পারে তার একটি সম্ভাব্য নির্দেশিকা নিচে দেওয়া হলো। পুরো পাঠ জুড়ে পাঠের পরিধি আরো বিস্তারের জন্য ঐচ্ছিক আকারে রাখা আছে ‘আরো এগিয়ে নেওয়া’ নামক সুপারিশমালা।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ধাপ ১: শৈশবের দৃশ্যপট স্থাপন

১০ মিনিট

শিক্ষকদের জন্য টীকা
এই প্রথম পদক্ষেপটি হলো শৈশব বলতে শিক্ষার্থীরা কী বুঝে তা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা। এটা আপনার পাঠের সংক্ষিপ্ত সূচনা হিসেবে হতে পারে, কিংবা আপনি হয়তো নিচের সব প্রশ্ন তুলে এনে দীর্ঘ আলোচনা করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন: শৈশব বলতে তুমি কী বোঝ?

শিক্ষার্থীদেরকে খাতায় কিছু ভাবনা টুকে রাখতে বলুন। শ্রেণীকক্ষে অন্য কারো সাথে তারা এসব ভাবনা ভাগাভাগি করতে না চাইলে তা করতে হবে না।

শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করুন এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মতামত ও ভাবনা জানতে চান।

তারপর শিক্ষার্থীদের দেখান পরিশিষ্ট **১, ২, ৩ ও ৪**-এ দেওয়া অলংকরণগুলো, যেখানে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিভিন্ন শিল্পী শৈশবের ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন - এগুলো সবই কি শৈশবের ছবি? তোমার নিজের শৈশবের সাথে শিল্পীর আঁকা ছবির কী কী মিল তুমি খুঁজে পাও? কী কী অমিল তোমার চোখে পড়ে?

আলোচনার সূত্রপাত করতে আরো যেসব প্রশ্ন করা যেতে পারে:
- কখন শৈশবের শুরু ও শেষ হয়?
- শৈশব বলতে কী বুঝায়?
- তোমার কি মনে হয় সব জায়গার শিশুদের শৈশব একই রকম?
- (আপনার দেশের নাম)-এ শৈশব থেকে (অন্য একটা দেশের নাম)-এর শৈশব থেকে কতটা ভিন্ন রকমের? আর মিল আছে কতটুকু?
- 'ভাল' শৈশবের জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ?

শিক্ষকদের জন্য টীকা
শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো মানুষকে বোঝায়।

আপনার আলোচনা শেষ করে শিক্ষার্থীদেরকে এই পাঠের শুরুতে শৈশব বিষয়ে লেখা তাদের নিজস্ব ধারনার উপর চোখ বুলাতে বলুন। শৈশব বিষয়ে তাদের কোনো ধারনা কি বদলেছে? তারা কি আর কিছু যোগ করতে চায়? শ্রেণীকক্ষের আলোচনা তাদের মাথায় নতুন কোনো ভাবনা উসকে দিয়েছে?

এমন কিছু বিষয় চিহ্নিত করুন যেগুলো শ্রেণীকক্ষের প্রত্যেকে শৈশবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মানে।

আরো এগিয়ে নেওয়া:
- পৃথিবীর নানা প্রান্তের শিশুদের বাড়িঘর দেখতে কেমন তা অনুসন্ধান করার জন্য ডলার স্ট্রিট দারুন এক সম্পদ। আপনার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে তাদের সাথে অন্যদের মিল খুঁজে বের করুন। https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

ধাপ ২: শিশু অধিকার সনদের পরিচিতি তুলে ধরা

১০ মিনিট

তারপর শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে শৈশব এবং শিশু বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে কেবলমাত্র তারাই ভাবছে না, অন্যরাও ভেবে চলেছে। ত্রিশ বছর আগে, জাতিসংঘ (পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সরকার) শিশু অধিকার সনদ নামে আইনি বাধ্যবাধকতামূলক একটি দলিলে সম্মত হয়। দলিলটিতে ৫৪টি অনুচ্ছেদ আছে, যাতে শিশুর অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। আর বলা আছে, সব শিশুর জন্য এসব অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সরকারের কীভাবে একসাথে কাজ করা উচিত। আমরা ২০১৯ সালে এই সনদের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপন করছি।

পরিশিষ্ট ৫ প্রদর্শন করুন। শিক্ষার্থীদেরকে এই পাঠের শুরুতে শৈশব বিষয়ে লেখা তাদের নিজস্ব প্রাথমিক ধারনার উপর চোখ বুলাতে বলুন। শৈশব বিষয়ে তাদের প্রাথমিক আলোচনা কীভাবে শিশু অধিকার সনদের সাথে সম্পর্কিত তা কি তারা দেখতে পাচ্ছে?

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

পুরো শ্রেণীকক্ষে আরো কিছুক্ষণ কয়েকটি অনুচ্ছেদ সশব্দে পাঠ ও আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে, যদিও সব অধিকারই সমান গুরুত্বপূর্ণ আর সবগুলোই একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত, তথাপি আপনি ৫টি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শুরু করবেন।

- **নিজের মতামত জানানোর এবং গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়ার অধিকার –** (অনুচ্ছেদ ১২, অনুচ্ছেদ ১৩ শিশুর তথ্য জানার, গ্রহণ করার এবং অবহিত করার অধিকার অনুচ্ছেদ ১৪ চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অনুচ্ছেদ ১৫ সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা)
- **ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাওয়ার অধিকার –** (অনুচ্ছেদ ২ কোনো বৈষম্য না করার নীতি)
- **শিক্ষার অধিকার –** (অনুচ্ছেদ ২৮ ও অনুচ্ছেদ ২৯ শিক্ষার লক্ষ্য)
- **সুস্থভাবে জীবনযাপন ও বিকাশের অধিকার -** (অনুচ্ছেদ ৬ ও অনুচ্ছেদ ২৪ ভাল মানের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার)
- **খেলাধুলার অধিকার –** (অনুচ্ছেদ ৩১ অবকাশ, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির অধিকার)

নিজের শৈশবে শিক্ষার্থীরা কীভাবে এসব অধিকার পাচ্ছে তা তাদেরকে চিহ্নিত করতে বলুন। তারা শৈশবের যে বর্ণনা আগে লিখেছিল তার সাপেক্ষে এটা করা উচিত।

শিক্ষকদের জন্য টীকা: শিশু অধিকার সনদ আরো বিস্তারিতভাবে জানতে এবং আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে যে অধিকার বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তা অনুসন্ধান করতে চাইলে, অনুগ্রহ করে দেখুন: https://home.crin.org/rights-gallery

ধাপ ৩: শৈশবের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ বোঝা

২০ মিনিট

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে, যদিও গত ৩০ বছরে সর্বত্র সর্বত্র সকল শিশুর বাস্তব জীবনবাস্তবতার উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও শিশুরা এখনও নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করছে।

উপায় ১: যেসব অগ্রগতি ঘটেছে এবং শৈশবে শিশুরা যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তা শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান করবে। বিলিপত্র **পরিশিষ্ট ৭**. শিক্ষার্থীরা তখন ঠিক করবে কোন অগ্রগতির ঘটনা কোন শিশু অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তারপর তারা প্রাসঙ্গিক চ্যালেঞ্জের ঘটনা নিয়ে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করবে। তারা এই কাজ করার সময় কেটে নিয়ে উপযুক্ত জায়গায় সেঁটে দিতে পারে, অথবা শিক্ষার্থী ছকে **পরিশিষ্ট ৯** তাদের পরিসংখ্যান লিখে রাখতে পারে।

উপায় ২: শিশু অধিকার প্রশ্নে অগ্রগতি ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে গবেষণা করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের গবেষণায় সহায়তা করতে আপনি হয়তো **পরিশিষ্ট ৮ ও পরিশিষ্ট ১০** প্রদর্শন করতে চাইতে পারেন। তখন শিশু অধিকারের প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য অগ্রগতি অথবা চ্যালেঞ্জ ত্রিভুজে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করে শিক্ষার্থীরা নিজেরা **পরিশিষ্ট ৯** পূরণ করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের গবেষণা সম্পন্ন হলে তাদেরকে আবার শ্রেণীকক্ষে আলোচনার জন্য ফিরে আসতে বলুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন: তারা কি এমন কোনো পরিসংখ্যান বা সংখ্যা পেয়েছে যা দেখে তারা বিস্মিত হয়েছে?

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে পৃথিবী সবসময় বদলাচ্ছে: সময়ের সাথে শৈশবও বদলেছে বলে তারা মনে করে?
ত্রিশ বছর আগের তুলনায় এখন শিশুরা কি তাদের শৈশবে নতুন কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি? কোনো শিশু অধিকার কি বাদ পড়েছে বলে শিক্ষার্থীদের মনে হচ্ছে?

শিক্ষকদের জন্য টীকা: শিশুরা এখানে ডিজিটাল/অনলাইন প্রসঙ্গ তুলতে পারে, যেমন "ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার", "অনলাইনে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার" ইত্যাদি। যদিও সনদে স্পষ্টভাবে ডিজিটাল দুনিয়া বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তবুও সেখানে এমন কিছু বিস্তৃত অনুচ্ছেদ আছে যার আওতায় এটিও পড়ে, যেমন অনুচ্ছেদ ১৭ (তথ্যের অধিকার) ও অনুচ্ছেদ ১৩ (মতপ্রকাশের স্বাধীনতা)।

তারপর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন: এসব শিশু অধিকারের ব্যাপারে যতোসব লাল চ্যালেঞ্জ ও খারাপ খবর আছে সেগুলোকে আমরা কীভাবে সবুজ ইতিবাচক ঘটনায় বদলে দিতে পারি? সেজন্য আমাদেরকে কী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে? শিক্ষার্থীদের কিছু প্রাথমিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার পর **পরিশিষ্ট ১১** প্রদর্শন করুন। সব শিশুদের অধিকার পূরণ নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা আমাদেরকে কীভাবে সহায়তা করতে পারে?

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে সনদটির মতোই বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাও বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রের সরকার (১৯৩টি) কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

সুতরাং, এসব লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাদের দায়দায়িত্ব রয়েছে। কোনো বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি লক্ষ্যের আওতায় কতগুলো কর্ম-কেন্দ্রীক অভীষ্ট রয়েছে। এসব বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট এই সনদ বাস্তবায়নেও সহায়তা করবে। শিশু অধিকারের মতোই বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলোও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সনদের প্রতিটি অনুচ্ছেদের মতোই প্রতিটি লক্ষ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদিও শিশুদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়তো রয়ে যাবে, তবুও বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা সর্বত্র শিশু অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে সহায়তা করবে।

আপনি হয়তো প্রাসঙ্গিক শিশু অধিকারের সাপেক্ষে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার মানচিত্র তৈরি করতে পারেন। পুরো শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থী মিলে, অথবা এককভাবে, কিংবা ছোট ছোট দল বেঁধে কাজটি করা যেতে পারে। তারপর শিক্ষার্থীদের **পরিশিষ্ট ৯**-এর ছক ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক বৈশ্বিক লক্ষ্যের নম্বর তাদের শিশু অধিকার ত্রিভুজে লিখতে বলতে পারেন। **পরিশিষ্ট ৯।** পুরো শিক্ষার্থী কর্মকাণ্ডের একটি নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ১২। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন, বহু বৈশ্বিক লক্ষ্য প্রতিটি শিশু অধিকারের সাথে জড়িয়ে থাকে। তাই শিক্ষার্থীরা হয়তো নমুনায় দেখানো বিভিন্ন বৈশ্বিক লক্ষ্য দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড পূরণ করতে পারে।

আরো এগিয়ে নেওয়া

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য হান্স রসলিংয়ের সত্যতা যাচাই (ফ্যাক্টফুলনেস) কুইজের http://forms.gapminder.org/s3/test-2018 সাথে পরিচিত করানোর এটা হয়তো ভাল সময়। এর মাধ্যমে তাদের সামনে কেবল শৈশব-সম্পর্কিত নানা ইস্যুর নয়, বৈশ্বিক নানা ইস্যুরও ঘটনাভিত্তিক উপস্থাপনা হয়।

শিশু অধিকার সনদের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য ইউনিসেফ সনদটির প্রতিটি মূখ্য অনুচ্ছেদের জন্য আলাদা আলাদা আইকনের নকশা করছে, যেগুলো পরিশিষ্ট ৭-এর বৈশ্বিক লক্ষ্যের আইকনের অনুরূপ। প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য যে আইকনটি আপনার পছন্দ সেটিতে অনলাইনে ভোট দিন। যে আইকনটি আপনার সবচেয়ে পছন্দের সেটিতে শুধু ক্লিক করলেই কাজ হয়ে যাবে। আপনি প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের জন্য ভোট দিতে পারেন, আবার কয়েকটির জন্যও দিতে পারেন। পুরো শ্রেণী হিসেবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার কাজটি করা যেতে পারে। ভোট প্রদান চলবে ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল। https://www.surveymonkey.com/r/crcicons

ধাপ ৪: শৈশবের ভবিষ্যত বর্ণনা করা

২০ মিনিট

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে শিশুরা যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সেগুলো সম্পর্কে এখন তাদের অধিকতর বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে, এবার তারা শৈশবের ভবিষ্যত নিয়ে তাদের নিজস্ব স্বপ্ন তৈরি করবে যেখানে সব শিশুর অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের শৈশবের ভবিষ্যত যেভাবে ব্যক্ত করতে চায় সেভাবে করার সুযোগ তাদের দিন। এখানে কিছু ধারণা দেওয়া হলো:

- পত্রিকার জন্য একটি নিবন্ধ লেখা, যেটিতে দৃষ্টিপাত করা হবে শিশুরা তাদের অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে তার উপর, অথবা একটি কাল্পনিক 'ভবিষ্যতের খবর' লেখাযেটির শিরোনাম ও বিষয়বস্তু হবে আজ থেকে ৩০ বছর পরের কোনো সময়ের, যখন সারা দুনিয়াব্যাপি সকল শিশু সমভাবে তাদের সব অধিকার ভোগ করতে পারবে, আর কীভাবে তা অর্জিত হলো তা তুলে ধরা হবে সেই নিবন্ধে।
- শৈশবের ভবিষ্যত নিয়ে তাদের নিজস্ব স্বপ্ন সম্পর্কিত কোনো কবিতা রচনা।
- এমন এক পৃথিবীর ছবি আঁকা যেখানে সকল শিশু অধিকার নিয়ে শৈশবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ পাবে – আপনি হয়তো পরিশিষ্ট **১, ২, ৩ ও ৪**-এর অলংকরণের কথা উল্লেখ করতে পারেন।
- কোনো শিক্ষার্থীর শৈশবের ভবিষ্যত নিয়ে নিজস্ব স্বপ্ন তুলে ধরে কোনো র‍্যাপ বা গান লেখা।
- তাদের শৈশবের ভবিষ্যত নিয়ে নিজস্ব স্বপ্ন তুলে ধরে কোনো সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ লেখা, যা সংকলিত করে পুরো শ্রেণীকক্ষের একটি বইয়ে রূপ দেওয়া যায়।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

unicef | WORLD CHILDREN'S DAY

বিশ্ব শিশু দিবস ইউনিসেফের 'শিশুদের জন্য, শিশুদের দ্বারা' বার্ষিক সক্রিয়তার দিন। প্রতিবছর ২০ নভেম্বরে শিশু অধিকার সনদের বার্ষিকীতে সারা দুনিয়ার শিশুরা রাজনীতি, ব্যবসায়, গণমাধ্যম, খেলাধুলা, বিনোদন, বিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেগুলো সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেগুলোর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

শিশুরা যেসব জরুরি সমস্যা মোকাবেলা করছে সেগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রচারণা চালানোর একটি উপায় হলো #শিশুদেরকর্তৃত্বগ্রহণ (#KidsTakeover)। এটা শিশুদের অধিকারের এক ধরণের অভিব্যক্তি এবং প্রতিটি শিশুর নিজস্ব মতামত প্রকাশের, অংশগ্রহণের এবং সমাজের নাগরিক জীবনে ভূমিকা রাখার যে অধিকার রয়েছে তা দেখানোর একটি উপায়।

বিশ্ব শিশু দিবসে আপনি নানাভাবে শিশু অধিকারের বৈশ্বিক উদযাপনে শামিল হতে পারেন। এখানে কিছু ধারণা দেওয়া হলো!

- **শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন:** নিজের মতামত জানানোর এবং গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়ার অধিকার প্রদর্শন করতে তারা বিদ্যালয়ে কী ধরণের সুযোগ ও প্রক্রিয়া দেখতে চায়।
- **শিক্ষকরূপে শিক্ষার্থী:** অন্যান্য শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষকদের জন্যও কোনো কর্মশালা পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা অথবা চিন্তাভাবনা ভাগাভাগি করবে।
- **শিক্ষার্থীদের কাউন্সিল বা কমিটি:** শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব কাউন্সিল প্রতিনিধির সাথে কথা বলে বিভিন্ন ইস্যু বা চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করবে।
- **খোলা দরজা (ওপেন ডে) দিবস:** শিক্ষকরা যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য তাদের দরজা খোলা রাখবেন যাতে সে এসে কোনো শিশু অধিকার বিষয়ে আলাপ করতে পারে।
- **কোনো স্থানীয় সংবাদপত্র বা রেডিও স্টেশনকে আপনার স্কুলে আমন্ত্রণ জানানো:** যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের উদযাপন ও শিক্ষণ অজস্র দর্শক-শ্রোতার সামনে তুলে ধরার সুযোগ পায়।
- **বৃহত্তর বিদ্যালয় কমিউনিটিকে অবহিতকরণ:** মাতাপিতা বা অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে আসার আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা সনদের উপর শিক্ষার্থী-প্রদত্ত বক্তব্য শুনতে পারে।
- **বিদ্যালয়ে বিতর্ক সভা আয়োজন:** শিশু অধিকার বিষয়ে বিদ্যালয়ে কোনো বিতর্ক সভা আয়োজন করুন।
- **পরামর্শদাতারূপে (মেন্টর) শিক্ষার্থী:** পারস্পরিক পরামর্শদানের জন্য কম বয়সী শিক্ষার্থীর সাথে বেশি বয়সী শিক্ষার্থীর জোড়া তৈরি করে দিন।
- **নিজ সমাজে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া:** স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরার মাধ্যমে নিজ সমাজে তাদের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।
- **আপনার বিদ্যালয়কে নীল রঙে রাঙানো:** বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপনের জন্য ২০ নভেম্বর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকে নীল পোশাক পরে আসতে বলুন অথবা আপনার বিদ্যালয় নীল রঙে সাজান!

শিশুদের কর্তৃত্বগ্রহণ শুধুই কোনো স্টান্ট নয়। বিশ্ব শিশু দিবস শেষ হওয়ার পরপরই ভাবুন, দিবসটিতে শিক্ষার্থীদের নানা সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড কীভাবে আপনার বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় এবং কীভাবে তা শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ লাগাতারভাবে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় অনুগ্রহ করে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত রাখুন এবং দিবসটির 'শিশুদের জন্য, শিশুদের দ্বারা' চেতনার প্রতি সৎ থাকুন।**

সংশ্লিষ্ট সবার জন্য একটি ইতিবাচক, নিরাপদ ও সম্মানজনক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে #শিশুদেরকর্তৃত্বগ্রহণ (#KidsTakeover)-এর উচিত হবে ইউনিসেফের বিস্তারিত নির্দেশকা বিবেচনায় নেওয়া। https://uni.cf/kidstakeoversafeguarding

আপনার শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজ আমাদের সাথে শেয়ার করুন!

শিক্ষার্থীদের শেখার ছবি আমাদের সাথে শেয়ার করুন যাতে আমরা তাদের কণ্ঠস্বর বহুগুণে ছড়িয়ে দিতে পারি। **আমাদের ইমেইল করুন এই ঠিকানায়** lesson@project-everyone.org **আমাদের টুইট করুন** @TheWorldsLesson @UNICEF আপনার শিক্ষার্থীরা শৈশবের ভবিষ্যত নিয়ে কী ভাবছে তা এই হ্যাশট্যাগগুলো ব্যবহার করে আমাদের জানান **#ForEveryChild #KidsTakeover #WorldChildrensDay** !

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

পরিশিষ্ট ১: শৈশবের অলংকরণ

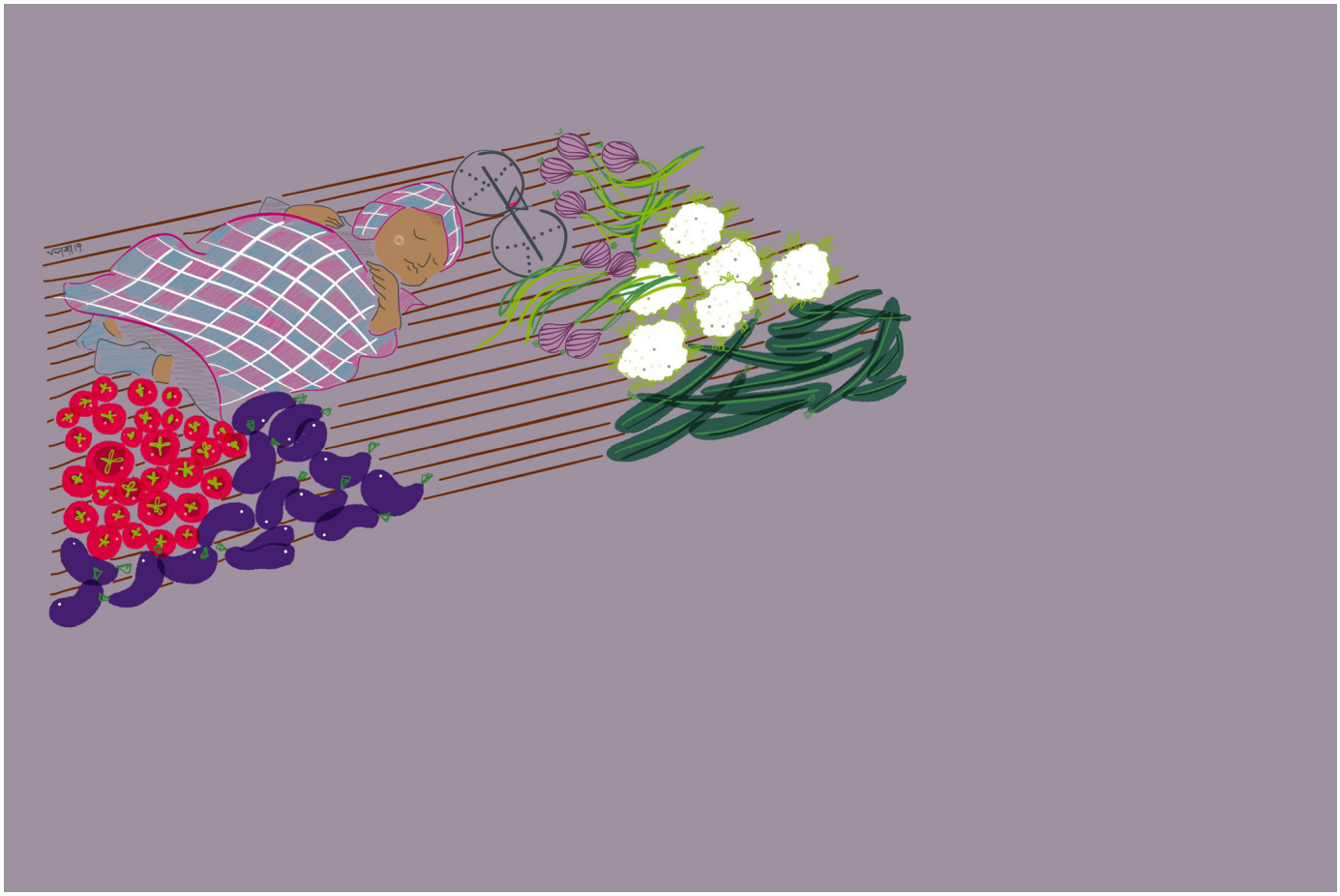

অলংকরণ করেছেন: বিজয়া রাজেন্দ্র বার্জ

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

পরিশিষ্ট ২: শৈশবের অলংকরণ

অলংকরণ করেছেন আলফি লুনা মন্তেসিনোস

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

পরিশিষ্ট ৩: শৈশবের অলংকরণ

অলংকরণ করেছেন: আনেতা পাহলস্কা

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

পরিশিষ্ট ৪: শৈশবের অলংকরণ

অলংকরণ করেছেন: ক্রিস গ্যাডবুরি

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

পরিশিষ্ট ৫: শিশু অধিকার সনদ – সরল সংস্করণ

১ শিশুর সংজ্ঞা	২ কোনো বৈষম্য নয়	৩ শিশুর জন্য সবচেয়ে হিতকর	৪ সব শিশুর জন্য সব অধিকার	৫ শিশুর বিকাশকালে পারিবারিক দিকনির্দেশনা	৬ জীবন ধারণ, জীবন রক্ষা ও বিকাশ	৭ নাম ও জাতীয়তা
৮ আত্মপরিচয়	৯ মাতাপিতার সাথে যোগাযোগ	১০ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে মাতাপিতার সাথে যোগাযোগ	১১ অপহৃত হওয়া থেকে বাঁচানো	১২ শিশুর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন	১৩ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা	১৪ চিন্তা ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা
১৫ দল গড়া বা দলভুক্ত হওয়া	১৬ গোপনীয়তা	১৭ তথ্যের অধিকার	১৮ মাতাপিতার ভূমিকা	১৯ সহিংসতা থেকে সুরক্ষা	২০ পরিবারহীন শিশু	২১ দত্তক গৃহীত শিশু
২২ শরণার্থী শিশু	২৩ প্রতিবন্ধী শিশু	২৪ স্বাস্থ্য, পানি, খাদ্য, পরিবেশ	২৫ শিশুর থাকার বন্দোবস্তের পর্যালোচনা	২৬ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা	২৭ খাদ্য, বস্ত্র ও নিরাপদ আবাস	২৮ শিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা
২৯ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ	৩০ সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম	৩১ বিশ্রাম, খেলাধুলা, অবকাশ, সংস্কৃতি, শিল্প	৩২ ক্ষতিকর কাজ থেকে সুরক্ষা	৩৩ ক্ষতিকর ঔষধ/ মাদকদ্রব্য থেকে সুরক্ষা	৩৪ যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষা	৩৫ কেনাবেচা ও পাচার থেকে সুরক্ষা
৩৬ শোষণ থেকে সুরক্ষা	৩৭ আটকাবস্থায় শিশু	৩৮ যুদ্ধ থেকে সুরক্ষা	৩৯ পুনরুদ্ধার ও পুনর্মিলন	৪০ শিশুর জন্য ন্যায়বিচার	৪১ শিশুর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত আইনের প্রয়োগ	৪২ শিশুর অধিকারসমূহ সবার জানা থাকা আবশ্যক
			৪৩-৫৪ সনদটি কীভাবে কাজ করে			

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

পরিশিষ্ট ৬: জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের কার্ড (শিশুদের জন্য সরলীকৃত)

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

পরিশিষ্ট ৭: শিক্ষার্থী তথ্যপত্র

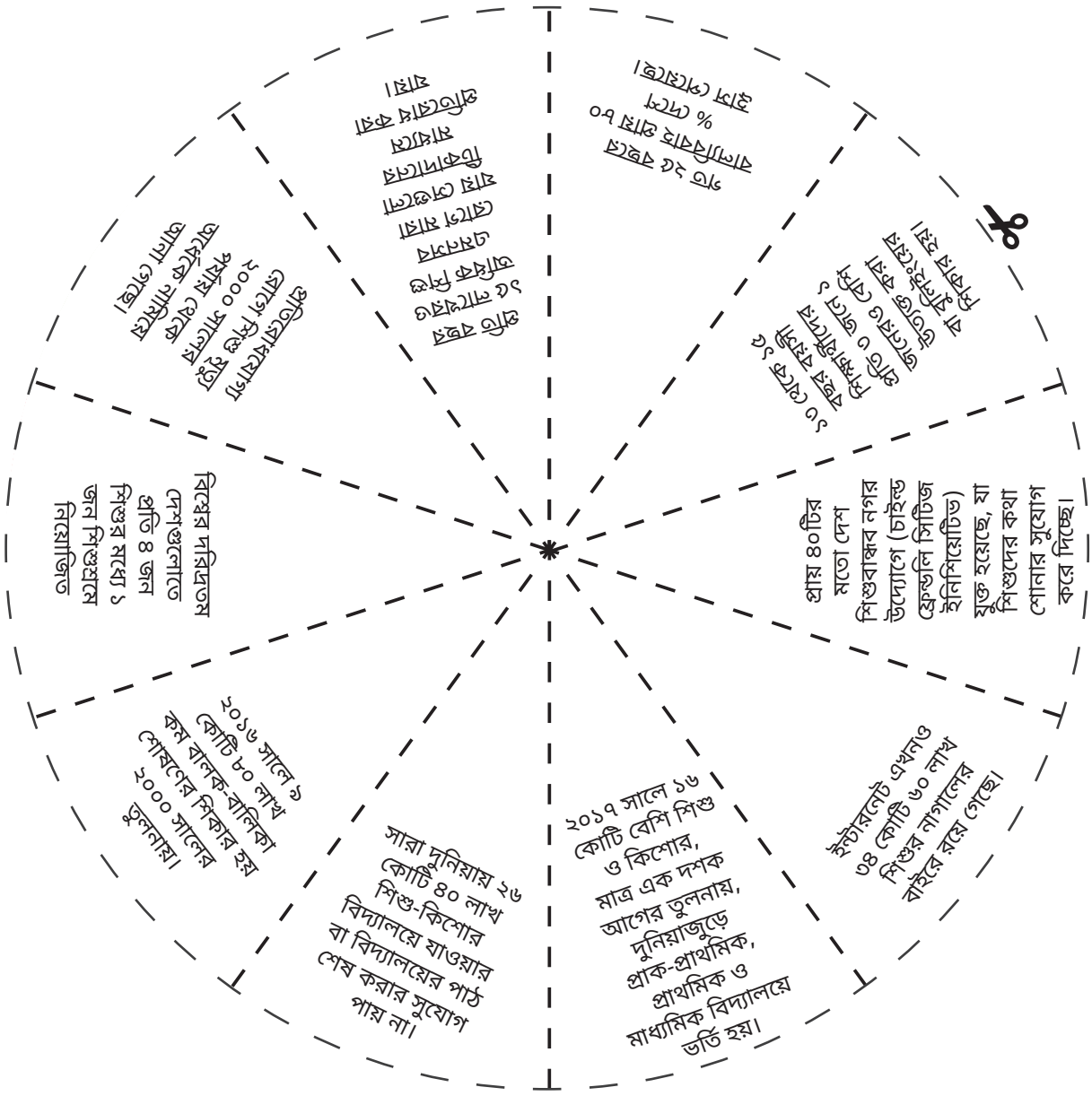

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

পরিশিষ্ট ৮: শৈশবের পরিস্থিতি বিষয়ক তথ্য[1]

শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন www.data.unicef.org

- ইন্টারনেট এখনও ৩৪ কোটি ৬০ লাখ শিশুর নাগালের বাইরে রয়ে গেছে।*
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রায় ১৫ কোটি ২০ লাখ শিশু কর্মে নিয়োজিত।**
- বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতে প্রতি ৪ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশুশ্রমে নিয়োজিত।*
- ১১ কোটি ৪০ লাখ শিশু শ্রমিক ১৪ বছরের কম বয়সী।**
- ২০০০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৯ কোটি ৮০ লাখ কম বালক-বালিকা শোষণের শিকার হয়।**
- ৯৩% শিশু জানিয়েছে, খেলাধুলা করলে তাদের ভাল লাগে।***
- যেসব উপায়ে শিশু-কিশোররা দরকারি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো খেলাধুলা।*
- প্রতিরোধযোগ্য রোগে প্রতিদিন যে ১৮,০০০ শিশু মারা যেতে পারতো তারা বেঁচে থাকবে।*
- পৃথিবীর মাত্র তিনটি দেশ বাদে সব জায়গা থেকে পোলিও নির্মূল করা হয়েছে।****
- প্রতিরোধযোগ্য রোগে শিশু মৃত্যু ২০০০ সালের পর্যায় থেকে এখন অর্ধেকে নামিয়ে আনা গেছে।****
- টিকাদানের ফলে হাম, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়াসহ শৈশবকালিন নানা জীবনঘাতী রোগ থেকে প্রতিবছর ২০-৩০ লাখ শিশু রক্ষা পাচ্ছে।*
- হাম প্রতিষেধক টিকাদানের ফলে ২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে আনুমানিক ১ কোটি ৭১ লাখ মৃত্যু এড়ানো গেছে।*
- ২০০০ সালের পর থেকে ২.৫ বিলিয়ন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং পোলিও সংক্রমণের ঘটনা ৯৯ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে। ২০১৭ সালে পোলিও সংক্রমণের ঘটনা মাত্র ২২টি নেমে আসে।*
- প্রতিদিন ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ১৫,০০০ শিশু মারা যায়।*
- ৩১ শতাংশ বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির সরবরাহ নেই।*
- প্রতিবছর ১৫ লাখেরও বেশি শিশু এমন সব রোগে মারা যায় যেগুলো টিকাদানের মাধ্যমে রুখা যেত।*
- মাত্র এক দশক আগের তুলনায় ২০১৭ সালে ১৬ কোটি বেশি শিশু-কিশোর দুনিয়াজুড়ে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।*
- সারা দুনিয়ায় ২৬ কোটি ৪০ লাখ শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে যাওয়ার বা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার সুযোগ পায় না।*
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী (সাধারণত ৬-১১ বছরের) শিশুদের মধ্যে ৬ কোটি ৩০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না।*
- নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী (সাধারণত ১২-১৪ বছরের) কিশোরদের মধ্যে ৬ কোটি ১০ লাখ কিশোর বিদ্যালয়ে যায় না।*
- বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশু-কিশোরদের সবচেয়ে বড় অংশ আসে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী (সাধারণত ১৫-১৭ বছরের) কিশোরদের মধ্য থেকে। এই বয়স দলের ১৩ কোটি ৯০ লাখ কিশোর (মোট সংখ্যার ৫৩ শতাংশ) বিদ্যালয়ে যায় না।*
- বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা সব শিশু-কিশোরদের অর্ধেকেরও বেশি আফ্রিকার উপ-সাহারা অঞ্চলের অধিবাসী।*
- বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিশু সংকটে-নিমজ্জিত দেশগুলোতে বসবাস করে।*
- সারা দুনিয়া জুড়ে আনুমানিক ৬১ কোটি ৭০ লাখ শিশু-কিশোর পড়তে পারা ও অঙ্ক কষার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না।*
- বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা এক-চতুর্থাংশ শিশু সংকটে-নিমজ্জিত দেশগুলোতে বসবাস করে।*
- ১০ কোটির বেশি তরুণ-তরুণী পড়তে পারে না।*
- ২০১৫ সাল থেকে বাল্যবিবাহ অবসানে ২০টির অধিক রাষ্ট্র পদক্ষেপ নিয়েছে।****
- গত দশকে ২ কোটি ৫০ লাখ বাল্যবিবাহ এড়ানো গেছে।*
- গত ২৫ বছরে বাল্যবিবাহের হার প্রায় ৮০% দেশে হ্রাস পেয়েছে।*****
- ১৮ বছর হওয়ার আগেই প্রতিবছর ১ কোটি ২০ লাখ কন্যা শিশুর বিয়ে দেওয়া হয়।*
- ২ থেকে ৪ বছর বয়সী ৭৫% শিশুকে তাদের দেখভালকারীরা (কেয়ারগিভার) নিয়মিতভাবে প্রচণ্ড শাস্তি প্রদান করে।*
- ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের প্রতি ৩ জনে ১ জনেরও বেশি উত্যক্তকরণ বা বুলিইংয়ের শিকার হয়।*

[1] তথ্যের উৎস বিষয়ক টীকা: *= ইউনিসেফের উপাত্ত www.unicef.org, **= আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা www.ilo.org, ***= রিয়্যাল প্লে কোয়ালিশন, www.realplaycoalition.com, ****= জাতিসংঘের উপাত্ত – www.un.org, *****= গার্লস নট ব্রাইডস www.girlsnotbrides.org

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

পরিশিষ্ট ৯: শিক্ষার্থী ছক

নির্দেশাবলী: শিশু অধিকারের অগ্রগতি (সবুজ) ও চ্যালেঞ্জ (লাল) ত্রিভুজ দু'টি পূরণ করুন। তারপর, ঠিক করুন সেই শিশু অধিকারের সাথে কোন বৈশ্বিক লক্ষ্যটি সম্পর্কিত, আর সেটা বৃত্তের বহিস্থ চক্রে লিখুন।

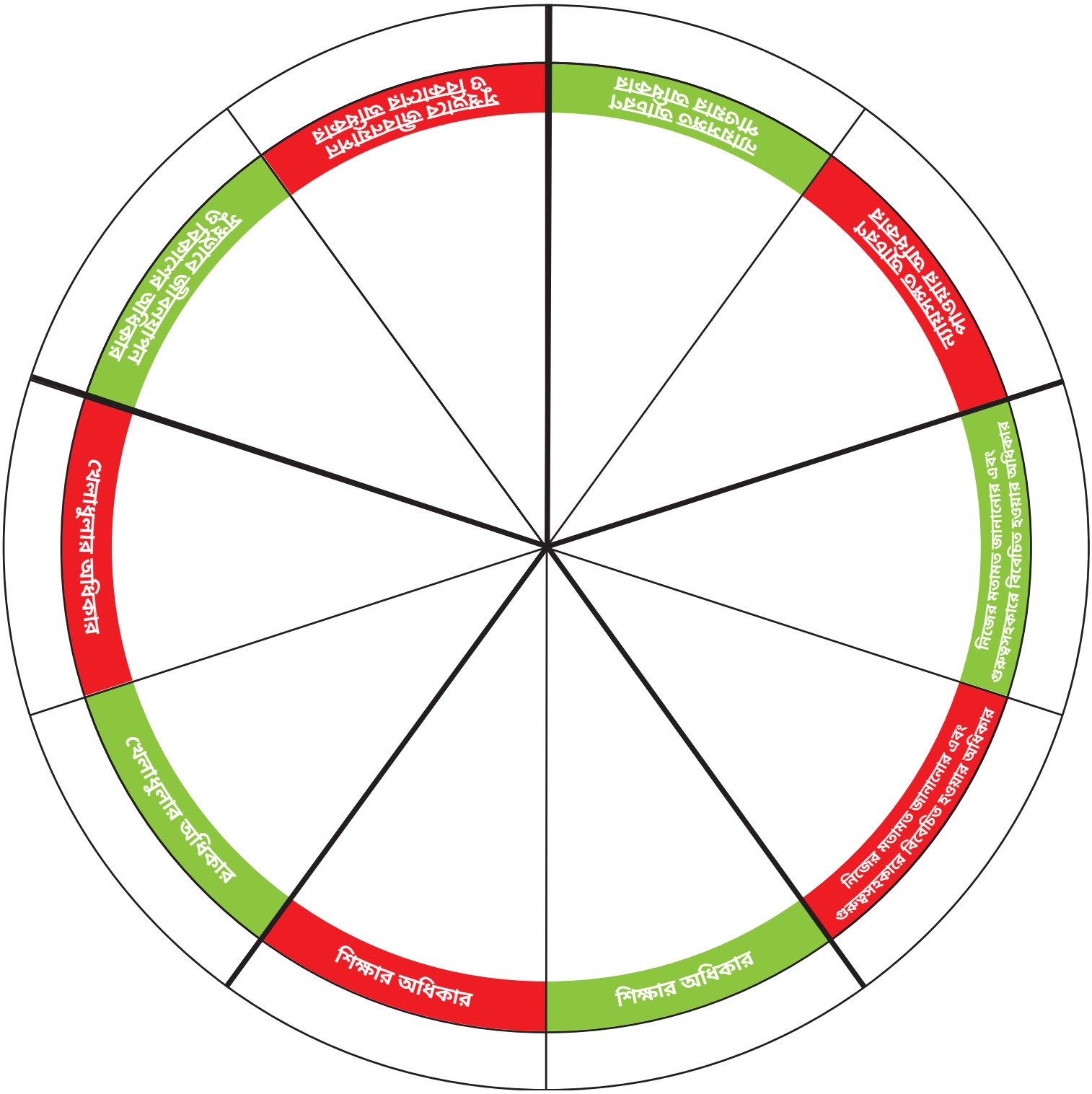

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

পরিশিষ্ট ১০: শিশু অধিকার বিষয়ে উপাত্ত গবেষণার দরকারি কিছু ওয়েবসাইটের লিংক

শিক্ষালাভের অধিকার বিষয়ক লিংক

- https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
- https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
- http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
- https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire
- http://datatopics.worldbank.org/education/country/afghanistan

ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাওয়ার অধিকার বিষয়ক লিংক

- https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/
- https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
- https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
- https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa
- https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report

খেলাধুলার অধিকার বিষয়ক লিংক

- https://www.realplaycoalition.com/value-of-play-report/
- https://www.antislavery.org/slavery-today/child-slavery/
- https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
- https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html

সুস্থভাবে জীবনযাপনের অধিকার বিষয়ক লিংক

- https://www.gatesfoundation.org/
- https://www.who.int/gender/documents/gender_health_malaria.pdf
- https://www.who.int/
- https://www1.wfp.org/
- https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report

নিজের মতামত জানানোর এবং গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়ার অধিকার বিষয়ক লিংক

- https://sdg-tracker.org/
- https://www.unicef.org/
- https://www.globalcitizen.org/en/

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা
টেকসই উন্নয়নের জন্য

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to

পরিশিষ্ট ১২: পুরো শিক্ষার্থী কর্মকাণ্ডের নমুনা

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO